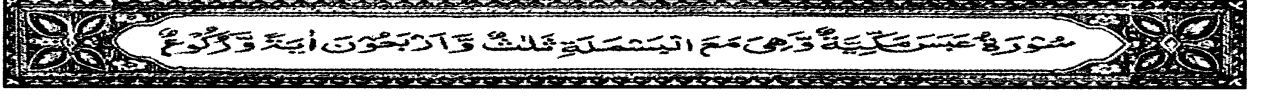


সূরা ‘আবাসা-৮০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী দুটি সূরার মত এ সূরাটিও নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। নলডিকি ও মুইর এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এ অভিমতই পোষণ করেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বলা হয়েছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কর্তব্য জনগণের মাঝে ঐশী-বাণী পৌঁছে দেয়াতেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের একটি আকস্মিক ঘটনাকে অবলম্বন করে এ নৈতিক শিক্ষা দান করছে যে মানুষের ধন-সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা তার প্রকৃত মূল্য ও যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে না, বরং তার সৎপ্রবৃত্তি, সত্যকে জানার আগ্রহ ও সত্যকে গ্রহণের মধ্যেই তার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা নিহিত। দীন-দুঃখী, পতিত ও নিগৃহীত মানবের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর অপরিসীম আগ্রহ ও মমত্ববোধ এতে ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরা বলে দিচ্ছে, মানব জাতির জন্য কুরআন সর্বশেষ ঐশী-বাণী হওয়ার কারণে তা সারা বিশ্বে সম্মানের সঙ্গে পড়া হবে এবং একে অবিকল অবস্থায় সংরক্ষণ করা হবে। সূরাটির সমাপ্তি অংশে অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করা হয়েছে, তারা যদি কুরআনের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে এবং মহানবী (সাঃ) এর বিরোধিতা করতেই থাকে তাহলে একদিন তাদেরকে এর মূল্য দিতে হবে। সেদিন তাদের ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট, অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। অপরদিকে যারা ঈমান এনে ধর্মপরায়ণ জীবন-যাপন করবে তারা বেহেশতে ঐশী আনন্দে পরম সুখ উপভোগ করবে।



সূরা 'আবাসা-৮০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪৩ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। সে জু কুঁচকালো^{৩২৫০} এবং মুখ ফিরিয়ে নিল,

عَبَسَ وَتَوَلَّى ①

৩। কারণ একজন অন্ধ তার কাছে এল।

أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ②

৪। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে, সে হয়তো পবিত্র হয়ে যেত^{৩২৫১},

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ③

৫। নয়তো সে উপদেশ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করলে এ উপদেশ তার কাজে লাগতো?

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرَى ④

৬। আর যে ব্যক্তি (সত্যকে) উপেক্ষা করেছে

أَمَّا مَنِ اسْتَعْتَى ⑤

৭। তার প্রতি তুমি খুব মনোযোগ দিচ্ছ^{৩২৫২}!

فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى ⑥

৩২৫০। এ আয়াতটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িত। একদা যখন হযরত রসূলে আকরম (সাঃ) মক্কার কুরায়শ প্রধানদের সাথে ঈমান সম্বন্ধীয় কিছু বিষয়াদি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। কুরায়শ প্রধানগণের চিন্তাধারা ইবনে উম্মে মাকতুমকে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত করেছিল, তারা কটর কাফিরদের নেতা। তিনি ভাবলেন, মহানবী (সাঃ) তাদের জন্য অনর্থক নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করছেন। তাই তিনি নবী করীম (সাঃ) এর সময়কে সঠিক কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে তাঁর (সাঃ) মনোযোগ অন্য কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। এভাবে অসময়োচিত প্রশ্ন উত্থাপনে অবশ্য মহানবী (সাঃ) বিরক্তি বোধ করলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ দিলেন না (তাবারী এবং বয়ান)। এতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর হৃদয়ের ব্যাকুলতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্‌কে হঠাৎ অনাহুতভাবে আলোচনায় যোগদানের জন্য ভর্ৎসনা না করে তার দিক থেকে মুখ ফেরানো দ্বারা গরীব অন্ধব্যক্তিটিরও অনুভূতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সম্মানবোধ প্রকাশ পায়। কেননা অনাহুতভাবে এক কথার মাঝখানে অন্য কথা বলে বাধা সৃষ্টির অপরাধ ও অসৌজন্যের জন্য মহানবী (সাঃ) একটি তিরস্কারের শব্দ বা একটি অসন্তুষ্টির কথাও হযরত আব্দুল্লাহ্‌কে বললেন না। তাঁর আত্ম-সম্মান ও হৃদয়বেগকে আহত করতে পারে এমন কিছুই তিনি করলেন না। এ আয়াতটি মহানবী (সাঃ) এর অতি উচ্চ নৈতিক অবস্থানের উপর আলোকপাত করছে। কোন কোন তফসীরকার ভুলবশত মনে করেছেন, এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার ভর্ৎসনাস্বরূপ। কিন্তু এটা আসলে ভর্ৎসনা তো নয়ই বরং প্রশংসা বিশেষ। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীগণকে গরীব-দুঃখী ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের কোমল অনুভূতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর শিক্ষা দান করেছেন।

৩২৫১। এ আয়াতে ব্যবহৃত 'তুমি' সর্বনামটি নবী করীম (সাঃ)কে বুঝিয়েছে, এবং 'সে' সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে 'কুরায়শ দলপতি' সম্বন্ধে।

৩২৫২। 'তাসাদ্দা লাছ' অর্থ তিনি নিজেকে বা নিজের মনোযোগকে বা নিজের মনকে তার প্রতি নিবদ্ধ করলেন, তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন (লেইন)।

৮। অথচ তার পবিত্র না হওয়ার দায়দায়িত্ব তোমার ওপর
নেই^{৩২৫৩}।

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْحَمُ^٨

৯। আর যে ব্যক্তি চেষ্টা করে তোমার কাছে এল

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى^٩

১০। এবং সে (আল্লাহকে) ভয়ও করে,

وَهُوَ يَخْشَى^{١٠}

১১। কিন্তু তুমি তাকে অবহেলা করলে^{৩২৫৪}।

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى^{١١}

১২। সাবধান! নিশ্চয় এ এক কঃমহা উপদেশ^{৩২৫৫}।

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ^{١٢}

১৩। অতএব যে চায় সে একে স্মরণ রাখুক।

فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ^{١٣}

১৪। (এ কুরআন) সম্মানিত ঐশী পুস্তকসমূহে^{৩২৫৬} রয়েছে,

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ^{١٤}

১৫। যেগুলো মর্যাদায় উন্নীত (এবং) পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত।

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ^{١٥}

১৬। (তা এমন) লেখকদের হাতে রয়েছে

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ^{١٦}

দেখুন : ক. ২০ঃ৪; ৭৩ঃ২০; ৭৪ঃ৫৫।

৩২৫৩। এ আয়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রতি নবী করীম (সাঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবহারকে অতিশয় যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করেছে। আয়াতটি বলছে, কুরাইশ নেতা যদি মহানবী (সাঃ) এর সাথে কথা-বার্তার দ্বারা উপকৃত নাও হয় তাতে মহানবী (সাঃ) এর কোন দায়িত্ব বা দোষ নেই। হযরত আব্দুল্লাহর প্রতি বাহ্যিক মনোযোগ না দেয়া এবং কুরায়শ নেতার প্রতি মনোযোগ অব্যাহত রাখতে মহানবী (সাঃ) এর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না, বরং এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুমই তিনি পালন করেছেন। কারণ ইসলামী শরীয়ত বলে, নিজ অতিথি বা আগন্তুকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় দেখানো প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

৩২৫৪। ৬ থেকে ১১ আয়াত নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি প্রযোজ্য। এ আয়াতগুলোতে নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের অভিযোগগুলোর উল্লেখ করা হয় এবং ১২নং আয়াত থেকে সেগুলো খন্ডন করা হয়। অতএব এ আয়াতগুলোর (৬-১১) তাৎপর্য দাঁড়ায়, এটা কীরূপে সম্ভব, তুমি ঐ ব্যক্তির প্রতি এত মনোযোগ দিবে, যে ব্যক্তি ঘৃণা, অবহেলা ও উদাসীনতা দেখায়, এবং যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তোমার দিকে দৌড়ে আসে তার প্রতি তুমি অবজ্ঞা দেখাবে? তোমার পক্ষে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার এ আয়াতগুলো কুরায়শ দলপতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা সেই ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তির আগমনে অস্বস্তি বোধ করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কোন কোন তফসীরকার এরূপ অর্থই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতগুলোকে ব্যাঙ্গোক্তি বলে মেনে নিতে হবে যাতে নবী করীম (সাঃ) এর সমালোচকদের মনের চিত্রই ফুটে উঠেছে, নবী করীম (সাঃ) এর কোন দুর্বলতার প্রতি এখানে কোন ইঙ্গিত নেই।

৩২৫৫। এ আয়াতের অর্থ হলো, অবজ্ঞার অভিযোগ সঠিক নয়। অন্ধ ব্যক্তির প্রতি রসূলে পাক (সাঃ) কেনইবা বিরক্তি বা অবজ্ঞা প্রকাশ করবেন যখন কুরআন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে? এরূপ করা মহানবী (সাঃ) এর নিজ সমুন্নত নৈতিক গুণাবলীর পরিপন্থী তো বটেই, মানবিক যুক্তিও এতে সায় দেয় না। মহানবী (সাঃ) যা করেছেন তা সেই নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

৩২৫৬। অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যত চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় শিক্ষা রয়েছে তার সবগুলোর সারাংশই পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ হিসাবে কুরআন যেন সকল ধর্মগ্রন্থের সংগ্রহ বিশেষ। ‘সম্মানিত ঐশী পুস্তকসমূহে’ বাক্যাংশের তাৎপর্য এটাই। আয়াতটি বলে দিচ্ছে, কুরআন কিতাবের আকারে লিখিত রূপ ধারণ করবে। এটি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করবে, বিকৃতি ও হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকবে, (এবং আছেও)।

১৭। যারা সম্মানিত (এবং) অতি পুণ্যবান^{৩২৫৭}।

كَرَامٍ بَرَكَةٍ^{১৬}

১৮। মানুষের জন্য দুর্ভোগ! সে কত অকৃতজ্ঞ^{৩২৫৮}।

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ^{১৭}

১৯। তিনি তাকে কোন্‌ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?

مِنْ آيٍ شَيْءٍ خَلَقَهُ^{১৮}

২০। *এক শুক্রবিন্দু থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে যথাযথ আকৃতি দেন।

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ^{১৯}

২১। এরপর তিনি (তার) পথকে তার জন্য সহজ করে দেন,

ثُمَّ السَّيْلَ يَسَّرَهُ^{২০}

২২। এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তিনি তাকে (প্রতিশ্রুত) কবরে রাখেন^{৩২৫৯}।*

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ^{২১}

২৩। এরপর তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় (জীবিত করে) উঠাবেন।

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ^{২২}

২৪। সাবধান! তিনি তাকে যে আদেশ দিয়েছেন তা সে এখনো পালন করেনি।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ^{২৩}

২৫। অতএব মানুষ তার নিজের খাবারের দিকে লক্ষ্য করুক।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ^{২৪}

২৬। (আর সে দেখুক) *কিভাবে আমরা মুম্বলধারে পানি বর্ষণ করি।

إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا^{২৫}

২৭। এরপর আমরা মাটিকে ভালভাবে কর্ষণ করি,

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا^{২৬}

২৮। *এরপর আমরা এতে শস্যদানা উৎপন্ন করি।

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا^{২৭}

২৯। এবং আঙ্গুর ও শাকসব্জি

وَعِنَبًا وَقَضْبًا^{২৮}

দেখুন : ক. ১৮ঃ৩৮; ৩৫ঃ১২; ৩৬ঃ৭৮; ৪০ঃ৬৮ খ. ৭১ঃ১২, ৭৮ঃ১৫ গ. ৭৮ঃ১৬

৩২৫৭। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে (১৪ ও ১৫) কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ১৬-১৭ আয়াত দুটিতে কুরআনের বাণী প্রচারকেরা কেবল যে ধার্মিক ও মহীয়ান তা-ই নয়, তারা এর বাণী প্রচার ও বিস্তারের জন্য দূর-দূরান্তে ভ্রমণও করবেন বলে বলা হয়েছে (‘সাফারাতিন’ এর আরেকটি অর্থ, দূর-দূরান্তে সফরকারীগণ)।

৩২৫৮। কাফিররা এতই অকৃতজ্ঞ যে কুরআনের মত এতবড় মহা উপকারী ও মহীয়ান একখানা গ্রন্থ যা তাদেরকে নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চশৃঙ্গে উঠাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাও তারা অগ্রাহ্য করে।

৩২৫৯। মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে বিদায় নিবার পর একটি নতুন দেহ ও নতুন আবাস বরণ করে নেয়। এ নব দেহ বা আবাসস্থল মানুষের ইহলৌকিক কার্যাবলীর গুণাগুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। এটাই তার প্রকৃত কবর। এটা সেই গর্ত নয় যাতে আত্মীয়-স্বজনরা তার মৃতদেহকে রেখে ঢেকে দেয়। আর এটা তার আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুযায়ী সুখের বা দুঃখের আবাসস্থল।

★প্রত্যেক ব্যক্তির বাহ্যিক কবর হওয়া আবশ্যিক নয়। কেননা অনেক লোক ডুবে মারা যায় বা অনেককে হিংস্র প্রাণীর খেয়ে ফেলে। অতএব এখানে ‘কবর’ অর্থ হলো তার পুনরুত্থানের পূর্বের সময়কাল। অর্থাৎ প্রত্যেক মানবাত্মার ওপর একটি কবরের অবস্থার সময় আসবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বে (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩০। এবং জলপাই ও খেজুর

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٣٠﴾

৩১। *এবং ঘন বাগানসমূহ

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣١﴾

৩২। এবং ফলফলাদি ও তৃণলতা,

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣٢﴾

৩৩। *যা তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য
জীবনোপকরণ (তা উৎপন্ন করি)।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪। *কিন্তু যখন এক বিকট শব্দ হবে

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٤﴾

৩৫। *সেদিন মানুষ তার ভাইকে ছেড়ে পালাবে

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং তার মাকেও এবং তার বাবাকেও

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তার *স্ত্রীকেও এবং তার সন্তানদেরকেও (ছেড়ে
পালাবে) ৩২৫৯-ক।

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٧﴾

৩৮। সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হবে, যা তাকে
(অন্য সবার বিষয়ে) উদাসীন করে দিবে ৩২৬০।

لِكُلِّ امْرَأٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٨﴾

৩৯। *সেদিন কতগুলো চেহারা হবে উজ্জ্বল,

وُجُوهٌُ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٩﴾

৪০। হাসিখুশী (ও) আনন্দিত।

صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٤٠﴾

৪১। *আর সেদিন কতগুলো চেহারা হবে ধূলোমাখা।

وُجُوهٌُ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤١﴾

৪২। কালিমা *সেগুলোকে ছেয়ে ফেলবে।

تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। এরাই অস্বীকারকারী (ও) পাপাচারী।

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٣﴾

দেখুন : ক. ৭৮ঃ১৭ খ. ৭৯ঃ৩৪ গ. ৭৯ঃ৩৫ ঘ. ৪৪ঃ৪২ ঙ. ৭০ঃ১৩ চ. ৩ঃ১০৭; ১০ঃ২৭ ছ. ৬৮ঃ৪৪; ৭৫ঃ২৫; ৮৮ঃ৩-৪ জ. ১৪ঃ৫১; ২৩ঃ১০৫।

৩২৫৯-ক। হায়! সেই হিসাব-নিকাশ দিবসের কী ভয়াবহ এক চিত্র!

৩২৬০। নিজের ভীষণ দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও অস্থিরতার সময় মানুষ নিকট আত্মীয়কেও ভুলে যায়। কেননা তার নিজের বোঝা তখন এত ভারী হয়ে ওঠে যে সে অপরের দিকে তাকাবারও অবকাশ পায় না।